বাংলাদেশ হাইকমিশন
(পাসপোর্ট ও ভিসা উইং)
সিঙ্গাপুর
www.bdhc.sg

নবজাতক সন্তানের জন্য পাসপোর্ট আবেদনের নিয়মাবলী

বাংলাদেশী নাগরিকের সিঙ্গাপুরে জন্মগ্রহণকারী নবজাতক সন্তানের পাসপোর্টের জন্য অনলাইনে পূরণকৃত ফরম ও নিম্নে বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বাবা/মা–কে নবজাতক সন্তানসহ হাইকমিশনে (৪র্থ তলায়) উপস্থিত হয়ে অফিস কাউন্টারে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক আবেদনপত্র জমা দিতে হবে :

১. অনলাইনে (www.passport.gov.bd) সঠিকভাবে পূরণপূর্বক জমা (Submit) প্রদানকৃত আবেদনের (চার পাতা) প্রিন্ট কপি। ফরম পূরণের সময় বাবার পাসপোর্টের স্থায়ী ঠিকানা সন্তানের ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ করতে হবে;

২. নবজাতকের সদ্যতোলা ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (৪৫x৩৫মি.মি); ছবির বাকগ্রউন্ড সাদা হবে, ছবি তোলার সময় বাচ্চার চোখ খোলা ও দৃষ্টি সামনের দিকে থাকবে;

৩. নবজাতকের বাবা ও মা– প্রত্যেকের ০১ কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

৪. বাবা ও মা– প্রত্যেকের পাসপোর্টের ২ ও ৩ নং পৃষ্ঠার ফটোকপি;

৫. বাবা–মা'র বিবাহের সনদপত্র/কাবিননামা;

৬. সিঙ্গাপুর ICA কর্তৃক প্রদত্ত জন্মসনদ;

৭. বাংলাদেশ হাইকমিশন হতে নবজাতকের জন্মসনদ প্রাপ্তির জন্য অনলাইনে (www.lgd.gov.bd) পূরণকৃত ফরম/অনলাইনে ফরম পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী;

৮. নির্ধারিত ফি জমা প্রদান : সাধারণ ফি ১৫৫ সি.ড – প্রসেসিং সময়কাল ৬–৭ সপ্তাহ; জরুরী ফি ৩১০ সি.ড – প্রসেসিং সময়কাল ৩–৪ সপ্তাহ; আবেদন জমা প্রদানের সময় পাসপোর্ট নবায়ন ফি অফিস কাউন্টারে শুধুমাত্র NETS-এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা–নিরীক্ষাপূর্বক অনলাইনে আবেদন এনরোলমেন্ট করা হয় এবং নতুন পাসপোর্ট সংগ্রহের তারিখ উল্লেখ করে আবেদনকারীকে একটি কালেকশন স্লিপ/রিসিট দেওয়া হয়। অত:পর এমআরপি সার্ভারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্ক্যান করে অনলাইনে আবেদন অনুমোদনপূর্বক পাসপোর্ট প্রিন্টের জন্য প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট প্রিন্ট হয়ে আসলে কালেকশন স্লিপ/রিসিট ও জন্মসনদ দেখে নতুন পাসপোর্ট প্রদান করা হয়ে থাকে– যা হাইকমিশনের অফিস কাউন্টার (৪র্থ তলা) থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

—